যুগান্তর

তারিখ: 24 MAY 2013
পৃষ্ঠা: ২০ কলাম: ২

সিলেটে অস্ত্র হাতে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা — ফাইল ফটো

সিলেটে ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী ক্যাডাররা বেপরোয়া

ইন্ধনদাতা ও প্রশ্রয়দাতা আওয়ামী লীগ

আবদুর রশিদ রেনু, সিলেট ব্যুরো

সিলেটে একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরও ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছে ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা। কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে তাদের গ্রেফতারও করতে পারছে না আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। ক্ষমতাসীনদের দাপটের কাছে অনেকটা নির্বিকার প্রশাসন। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে স্থানীয় ছাত্রলীগের ক্যাডাররা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। হত্যা, জায়গা দখল, টেন্ডারবাজি, লুটপাট, ভাংচুর ও সাংবাদিক লাঞ্ছনার অভিযোগ রয়েছে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বিরুদ্ধে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে অন্তর্কোন্দলে দফায় দফায় বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয় তারা। এসব ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। সম্প্রতি নগরীর শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজে কয়েক দফা অস্ত্রের মহড়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। কয়েকদিন আগে অতিষ্ঠ সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাজীবন ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ার জন্য সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দায়ী করেছেন। অসহায় শিক্ষার্থীদের আহ্বানে কর্ণপাত করেননি ক্ষমতাসীন দলের আওয়ামী লীগের স্থানীয় শীর্ষ নেতারা। ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে নেননি কোন উদ্যোগ। সাধারণ শিক্ষার্থীদের আবেদনটি অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়। এর কয়েক দিন পরেই আবার ছাত্রলীগ

বেপরোয়া : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বেপরোয়া : অস্ত্রধারী ক্যাডাররা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধে কেঁপে ওঠে ক্যাম্পাস। সর্বশেষ রোববার এমসি কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ হয়। এই ঘটনাটি দেশব্যাপী আলোচনার ঝড় তুললেও অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করতে দেননি ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতারা। বৃহস্পতিবার এক সভায় এই ঘটনায় জড়িত উভয় গ্রুপের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতা করে দেয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জেলা পরিষদের প্রশাসক আবদুজ জহির চৌধুরী সুফিয়ান, সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সিটি নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী বদরউদ্দীন আহমদ কামরান ও সাধারণ সম্পাদক আসাদ উদ্দিন আহমদ। সমঝোতার নামে এভাবে অস্ত্রধারীদের নিরাপদ রাখার অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় আসন্ন সিটি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে কিনা এ নিয়ে শংকায় রয়েছেন প্রার্থীসহ নগরবাসী। যদিও সোমবার রাতে পুলিশের কাছ থেকে জোরপূর্বক আলোচিত ছাত্রলীগ ক্যাডার রাজনকে ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনায় শাহপরান থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় আসামি করা হয়েছে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী রাজন, মেজরটিলার হান্নান, টিলাগড়ের কনক, আকাশ, মানিক মিয়া, কানন, সেলোয়ার হোসেন ও আবু তাহের শিপুকে। এছাড়াও কয়েকজন অজ্ঞাতনামা আসামি রয়েছেন। এই ঘটনায় জড়িত থাকা অস্ত্রধারী ক্যাডারদের একটি তালিকা তৈরি করে পুলিশ। পুলিশ যাতে এদের গ্রেফতার না করে সমঝোতার নামে সেই পথ রুদ্ধ করে দেন আওয়ামী লীগ নেতারা। এমন অভিযোগ নগরবাসীর।

সম্প্রতি ছাত্রলীগ ক্যাডারদের কয়েক দফা তাণ্ডবে নগরীর টিলাগড় এলাকাবাসীর মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। র‌্যাব-৯ এর হেডকোয়ার্টারের আশপাশ এলাকায় ছাত্রলীগ ক্যাডারদের প্রকাশ্য অস্ত্রের মহড়ায় শঙ্কিত নগরবাসী। তারা মনে করেন, নির্বাচনের আগে এসব অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধার না করলে আসন্ন সিটি নির্বাচনে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়াও হত্যাকাণ্ড থেকে নানা অপকর্ম সংঘটিত করছে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। গত বছরের ৮ জুলাই শিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষের জের ধরে ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে আগুন এবং টিলাগড় মোড়ে ওলিবর্ষণের ঘটনায় আজ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি প্রশাসন। এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের ঘটনার দু'দিন পরে মদন মোহন কলেজে ছাত্রলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষ ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। ২২ ফেব্রুয়ারি নগরীতে হযরত মুহাম্মদকে (সা.) নিয়ে কটূক্তিকারী ব্লগারদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তৌহিদি জনতার মিছিল থেকে শহীদ মিনার ভাংচুর, পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এর প্রতিবাদে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে নগরজুড়ে তাণ্ডব চালায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। ভাংচুর ও লুটপাট করা হয় ব্যাংক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মার্কেট ও হাসপাতালে। অগ্নিসংযোগ করা হয় সাংবাদিকদের মোটরসাইকেলে। সে সময় সাবেক ছাত্রলীগ ক্যাডার পীযূষের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দেয়া হয়। এসব অস্ত্রধারীর ছবি তুলতে গিয়ে তাদের হাতে লাঞ্ছিত হন কয়েকজন সাংবাদিক। এর আগে শহরতলীর খাদিমপাড়ায় জমি দখল করতে গিয়ে জনতার হাতে অস্ত্রশস্ত্রসহ আটক হন ছাত্রলীগের পীযূষ গ্রুপের বেশকিছু কর্মী। এ ঘটনায় কালা ফারুক ও পীযূষসহ ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ। ছাত্রলীগের টিলাগড় গ্রুপের ক্যাডারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেবোত্তর সম্পত্তি গোপালটিলার ভূমি দখলের। ২০১০ সালের ১৯ জুলাই অন্তর্কোন্দলে খুন হন ছাত্রলীগ কর্মী উদয় সিংহ পলাশ। এ ঘটনায় মামলা হলেও কোন আসামির ~~শাস্তি হয়নি।~~ এমনই ছাত্রলীগের এসব অপকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতাকর্মী।